খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

জামাতে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার সকল বিভাগ এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে বসুন এবং পরিকল্পনা হাতে নিন। আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছি। আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, এ ঘোষণা দিয়েছি, আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসা করবো বা সংশোধন করবো। চিকিৎসকরাই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত রোগ-ব্যাধি কে দূর করবে?

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার জাতিগত ব্যাধি, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে একটি খুতবা দিয়েছিলেন। সেই খুতবায় তিনি এসব দুর্বলতার কারণ এবং এথেকে জামাতকে মুক্ত থাকার বা তা পরিহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বর্তমানেও এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এ খুতবার সাহায্য নিয়ে আজ আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করব।

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা বা রোগ-ব্যাধি সব সময় দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আর অপরটি হলো, জাতিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। অনুরূপভাবে গুণাবলীও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত গুণাবলী আর অপরটি জাতিগত। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা হলো, সেগুলো যা ব্যক্তির মাঝে থেকে থাকে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। অনুরূপভাবে গুণাবলীও রয়েছে। অনেক গুণাবলী ব্যক্তির মাঝে দেখা যায় কিন্তু জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের মাঝে অনেক গুণাবলী সৃষ্টি করে নেয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা এবং পরিবেশ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতার কারণ হয়ে থাকে। পাপ এবং পুণ্য সম্পর্কে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ ও পুণ্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুণাবলী নিজ নিজ পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেভাবে কোন বীজ মাটি ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না বা আজকাল আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের বিশেষ মাটি প্রস্তুত করা হয় যাতে পানি ধারণ এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং সেটিকে ভালো চারায় পরিণত করার বৈশিষ্ট্য থাকে। বড় বড় পাত্রে বা গামলায় তা রাখা হয় আর বড় বড় হল ঘরে এর চাষ করা হয়। যাহোক, এটি ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। যে কোন বীজ থেকে সঠিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বা সেটিকে অঙ্কুরিত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটিকে মাটি বা ভূমি-সদৃশ পরিবেশ সরবরাহ করা আবশ্যক। এছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তা শুকিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে পাপ বা পুণ্য যা কোন দুর্বলতা বা ভালো গুণের কারণে সৃষ্টি হয় তাও পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তাই পাপ বা পুণ্যের প্রসার ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পাপ বা পুণ্যের জন্য ভূমি বা মাটি প্রস্তুত করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পাপ বা পুণ্য বিস্তার ঘটতে পারে না বা উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একই পরিবেশ সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা আবশ্যক নয়। এক ধরনের পরিবেশ শুধু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করলেও জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সবাইকে তা প্রভাবিত করে না বা সবার ওপর এর প্রভাব পড়ে না। এর উদাহারণ সেই ভূমির ন্যায় যাতে বিশেষ ধরনের ফসল উৎপন্ন বা উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জাফরান বা কুমকুমকে নিন যা ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সব জায়গাতেও এটি উৎপন্ন হয় না বরং কাশ্মীর ভূকন্ডে হয়ে থাকে আর সেখানেও একটি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে যেখানে বিশেষ ধরনের জাফরান উৎপন্ন হয় যা উন্নত মানের। পাকিস্তানী কৃষকরাও জানে বরং যারা ধান বা চালের ব্যবসা করে এমন অনেক মানুষ জানে যে, সুগন্ধিযুক্ত বাসমতি চাল বা ধান যা কালার অঞ্চলে হয়ে থাকে তা পাকিস্তানের অন্য আর কোন অঞ্চলে হয় না। কৃষি বিশেষজ্ঞরা সে ধরনের সুগন্ধি সৃষ্টির অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হতে পারে নি। যাহোক, বিশেষ ধরনের বীজের জন্য বিশেষ পরিস্থিতি আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃতির নিয়মের মাঝেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন বা নির্ধারণ করেছেন। এটি ছাড়া সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় না। এরপর ভূমির প্রভাব বা ঋতুর প্রভাবও রয়েছে, এ সব

কিছুই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পক্ষান্তরে কিছু ফসল এমনও আছে যেমন গম বা বিশেষ ধরনের বাগান রয়েছে যা কোন দেশের সকল স্থানেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম বা বেশি হলেও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে পাপ এবং পুণ্যও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে জাতিগত রূপ নিয়ে নেয় আর পুরো জাতির উন্নতি বা পতনের কারণ হয়ে যায়। ব্যক্তির পাপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে। আর যদি চেষ্টা করে তবে শুধু পাপই দূরীভূত হবে না বরং ব্যক্তিগত গুণাবলীও তার মাঝে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু জাতিগত প্রভাবের ফলে যে সকল পাপ বা পুণ্য সামনে আসে সেগুলোর জন্য কোন এক ব্যক্তি বা একক ব্যক্তির চেষ্টা কার্যকরী হতে পারে না। কেননা ব্যক্তি হলো সমষ্টির অংশ। সমষ্টির মাঝে যেই ত্রুটি থাকবে তা ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে না। কিন্তু সমষ্টির মাঝে যদি কোন ত্রুটি থাকে ব্যক্তিও এরফলে প্রভাবিত হয়। যদি কোন অঞ্চলে পরিবেশই দূষিত হয় তাহলে সেই পরিবেশের ফলশ্রুতিতে সেখানে বসবাসকারী সবাই প্রভাবিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা মানব দেহের কথাই ভাবি, ধরুন কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে তাহলে সেই বিষ হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করবে না তা হতে পারে না। তা পুরো দেহকে প্রভাবিত করবে। অনুরূপভাবে আমাদের খাদ্য রয়েছে। মাংস, ফলফলাদি এককথায় বিভিন্ন জিনিস আমরা খেয়ে থাকি। এগুলো থেকে দেহের প্রতিটি অঙ্গ লাভবান হয়ে থাকে। কেননা, এ সকল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই পুরো দেহ বা শরীর। তাই বিষ থেকেও তা অংশ পায় এবং ভাল খাবার থেকেও তা লাভবান হয়। অনুরূপভাবে যেই পাপ বা পুণ্য জাতিগতভাবে সৃষ্টি হয় তা পুরো জাতিকে প্রভাবিত করে। তাই জাতিগত যেসব পাপ এবং পুণ্য রয়েছে দেহের কোন বিশেষ অংশ বা কোন ব্যক্তি এর মোকাবিলা করতে পারবে না বা কোন বিশেষ ব্যক্তির সংশোধনের ফলশ্রুতিতে জাতিগত সংশোধন হতে পারে না আর এভাবে পাপও দূরীভূত করা যায় না। আর পুণ্যের প্রসারও এভাবে সম্ভব নয়। কেননা সমষ্টির প্রভাব একক ব্যক্তির ওপর বা বিশেষ অঙ্গের ওপর অবশ্যই পরে। যাহোক, এটিই হলো রীতি, যদি সমষ্টি উপকৃত হয় তাহলে ব্যক্তিও উপকৃত হবে আর সমষ্টি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে একক অঙ্গ বা ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই ব্যক্তির পাপ বা গুনাহ্‌কে চিহ্নিত করে চিকিৎসার মাধ্যমে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর কারো মাঝে যদি ব্যক্তিগতভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তাহলে সে নিজেও চেষ্টা করে নিজের পাপ দূর করতে পারে। কিন্তু জাতিগত ব্যাধি বা পাপ দূরীভূত করার জন্য পুরো জাতিকে ভাবতে হয়। জাতিগতভাবে যদি পাপ দূরীভূত করার জন্য সোচ্চার না হয়, চেষ্টা না করে বা জাতিগতভাবে যদি চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে জাতিগতভাবে সেই পাপ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় আর একটি সময় এমন আসে যখন তা জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। তাই যেখানে আমাদের সবার নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক সেখানে জাতিগতভাবেও আমাদের দুর্বলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর সেগুলোকে চিহ্নিত করে জাতিগতভাবে এর চিকিৎসা এবং সুরাহা করা উচিত। আর এই সুরাহা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমষ্টিগত বা সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে এবং সম্মিলিত চিকিৎসা ছাড়া আমরা কখনো সফল হতে পারব না।

তাই সংশোধনের জন্য জাতিগত সচেতনতা আবশ্যক। আহমদীয়া জামাতের প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই জাতিগত ব্যাধির প্রতি কীভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত আর কীভাবে বিষয়টি ভাবা উচিত সে সম্পর্কে বলেন, জামাত যদি কতিপয় দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো সম্পর্কে প্রণিধান এবং এর চিকিৎসা করে তাহলে লাভবান হতে পারে। এর বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। কেননা, এই মাধ্যমগুলো জাতিগত ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে। আর এগুলো যদি শনাক্ত হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসাও সম্ভব। প্রথম মাধ্যম হলো, সেসব শিক্ষামালা যা কোন জাতিতে প্রচলিত থাকে বা বিদ্যমান থাকে এবং যা মেনে চলা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে। আমরা যারা মুসলমান, কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বা আল্লাহ্ তা'লার উক্তি মনে করি আর এ কথায় বিশ্বাস রাখি যে, এই শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই এবং এর কোন ক্ষতিকর দিক সামনে আসতেই পারে না বা এর ফলে কোন প্রকার পাপের জন্ম হওয়া অসম্ভব। শিক্ষা যেহেতু ত্রুটিমুক্ত তাই অশুভ ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না।

তাই মুসলমানরা ধরে নিয়েছে, তাদের মাঝে এখন পাপ সৃষ্টিই হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো সকল মুসলমান কি পাপ মুক্ত? আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ওপর দৃষ্টিপাত করি, মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা লক্ষ্য করি, তাহলে বোঝা যায়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই পাপে নিমজ্জিত। তাই আমাদের এটি নিয়ে ভাবা উচিত, কুরআনে কোন ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআনে ঘোষণা করেছেন, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা নেই। এটি কামেল এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে সমস্যা বা ঘাটতি কোথায়? এর উত্তর এটিই হওয়া উচিত যে, এটি বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। এটি মেনে চলার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। এসব ভুল-ভ্রান্তি জাতির পুরনো আলেমদের কুরআনি শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে বা

বর্তমান আলেমদের ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে। যাহোক, ফলাফল আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট। আলেম বা মুফাস্‌সেররা নিঃসন্দেহে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি রাখত বা রাখে আর এগুলো তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত আইডিয়োলজি কিন্তু জাতি একথা বলে না যে, এটি আলেমদের ব্যক্তিগত অভিমত বরং জাতি সেইসব আলেমদের দিকে চেয়ে থাকে। তাই তাদের অনুকরণকারীরা ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বা কুরআনের তফসীর না বোঝার কারণে শিক্ষা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও লাভবান হতে পারেনি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এ কারণে জাতির মাঝে বিভিন্ন পাপ মাথা চাড়া দিয়েছে। কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে যার সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়েছে, অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছে, বিভিন্ন সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে যাকে ভুলবশতঃ ধর্মের অংশ জ্ঞান করা হয়েছে। যাহোক, দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে। এটি খোদার অপার অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত আর এসকল পুরনো হাদীস বা রেওয়ায়েত অথবা প্রজ্ঞাহীন হাদীস বা রেওয়ায়েত বা তফসীরের আমাদের ওপর কোন প্রভাব পড়তে পারে না আর পড়া উচিতও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একশত ভাগ নিরাপদ নই কেননা বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ আমাদের জামাতভুক্ত হয়। যারা অনেক সময় অনেক বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয় বা মনে করে যে, এ বিষয়টি যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর অনেক সময় অনেক নবাগত আলেম নিজেদের ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তফসীর করে বসে। যদিও তফসীর করা নিষিদ্ধ নয়, তফসীর হওয়া উচিত কিন্তু তফসীর করারও কিছু নীতি আছে। যাহোক, এই ভুলের কারণে আরো একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে পারে। তাই এই বিপত্তিকে এড়ানোর জন্য আলেমদেরও খিলাফত এবং জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা উচিত। যাহোক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সামগ্রীকভাবে আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। কিন্তু নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে আর এর রীতি হলো, অ-আহমদীরা যে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছে সর্বদা তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; কেবল তবেই আমরা এসব ভুল-ভ্রান্তি যাতে আমাদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে পারব আর জাতিগত দুর্বলতা এড়াতে সক্ষম হবো।

এছাড়া এই বিষয়েও আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের চতুষ্পার্শের পরিবেশে যে সমস্ত ধর্মাবলী রয়েছে বা যে ধরনের মানুষই বসবাস করুক না কেন, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক হোক বা না হোক, কোন ধর্মে তাদের বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, তারা আস্তিক হোক বা নাস্তিক, আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তাদের মাঝে কোন কোন জাতিগত দুর্বলতা রয়েছে। এই কাজের গন্ডিকে পার্শ্ববর্তী দেশের জাতিগত যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত বরং পৃথিবী এখন এত ছোট হয়ে গেছে যে, সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ পরস্পরের প্রতিবেশীর মত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন দূরত্ব বলতে আর কিছু নেই আর তাছাড়া প্রচার মাধ্যমও সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাদের গুণাবলী স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে আর প্রতিবেশী দেশের প্রভাবও পার্শ্ববর্তী দেশের ওপর পড়ে থাকে। বাচ্চারা যে পরিবেশে জীবন যাপন করে সেই পরিবেশ বা প্রতিবেশীদের প্রভাব বাচ্চাদের ওপরও পড়ে। পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততিদের শেখানো সত্ত্বেও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। এছাড়া ছেলে-মেয়েরা বেশীর ভাগ সময় স্কুলে বা অন্যান্য বন্ধুদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে বা আজকের যুগে ঘরেই এমনসব বন্ধু পাওয়া যায় যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করেছে, যা ছোট-বড় সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব ফেলছে এরফলে ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কথা শুনতে চায় না। আর পিতা-মাতারাও নিজেদের ব্যস্ততার কারণে বা অন্য কোন কারণে ছেলে-মেয়েদের সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। আর অনেকে এমনও আছেন যারা ঘরে স্বয়ং এগুলোর মাধ্যমে অর্থাৎ টেলিভেশন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশকে কলুষিত করছেন। আর এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা প্রকাশ পায় এবং পাচ্ছে তাহলো, পিতা-মাতারা সন্তানদের ওপর যুলুম বা অত্যাচার আরম্ভ করে আর ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার সম্মান করে না। আর এগুলো তখন আর ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকে না বরং তা জাতিগত দুর্বলতা এবং পাপে পর্যবসিত হয়। ঘর ধ্বংস হচ্ছে। পিতা-মাতা সন্তান সন্ততিকে আধ্যাত্মিকভাবেও হত্যা করছে আর দৈহিক ভাবেও। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা এমনিতেই স্বাধীনতার নামে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর এটি হচ্ছে জাতিগত পাপ, কিন্তু কতক আহমদীও এর গ্রাসে পরিণত হচ্ছে। এটি জাতিগত পাপে পর্যবসিত হয়ে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর পুনরায় আমাদের অজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জাতিগতভাবে এ সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করা প্রয়োজন। তাই জামাতে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার সকল বিভাগ এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে বসুন এবং পরিকল্পনা হাতে নিন আর যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে এখন থেকেই সেটি নির্মূল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা না করুন, পাছে জাতি হিসেবে বা জাতিগত পর্যায়ে পাশ্চাত্যের রোগ-ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে না বসে। আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছি।

আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, এ ঘোষণা দিয়েছি, আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসা করবো বা সংশোধন করবো। চিকিৎসকরাই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত রোগ-ব্যাধি কে দূর করবে? আর একথাটিও সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, কোন জাতিতে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থার কারণে কিছু পুণ্যের বা নেকীরও জন্ম হতে পারে আর কিছু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিতে পারে। আজকে পৃথিবীর অবস্থা হলো, মানুষ খোদা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টা না করি বা পদক্ষেপ না নেই তাহলে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করা শুরু করবে। এক ব্যাধির পর দ্বিতীয় ব্যাধি দেখা দিবে। ধর্মের শুধু নামই থেকে যাবে, তাতে সত্যিকার প্রাণ আর থাকবে না।

তাই আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি যেভাবে বলেছি সকল পর্যায়ে জাতিগত চেতনা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কর্মের বিকৃতির কারণে যা আলেমরা উম্মতের মাঝে সৃষ্টি করে রেখেছে আজ মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষা উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রষ্টতায় নিপতিত। এখন আমাদেরকে নিজেদের সংশোধনের পর স্থায়ীভাবে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করা প্রয়োজন। এবং এর ওপর আমল করাও একান্ত আবশ্যক। পরিবর্তিত সামাজিক অবক্ষয়ের স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং আমাদের কাজ হলো অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষাসম্মত করা।

খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা আবশ্যক। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ এবং জামাতের ওয়েব সাইটও দান করেছেন। আজেবাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকাও একান্ত আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে সত্যিকার কুরআনী শিক্ষা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আমাদের লাভ হয়। তাই আমাদের এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, মুসলমানরা কুরআনের মত গ্রন্থ পেয়েছে, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে এমনসব ভুল-ভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে যারফলে বিশেষ রোগ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। শুধুমাত্র একটি কথা শিখে মনে করা যে, হিদায়াত পেয়ে গেছি এটি যথেষ্ট নয় বরং প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করা জরুরী। এর মাধ্যমেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দোষ এবং গুণের কথা জানা যায়। এই গ্রন্থে আখারীনদের শিক্ষার জন্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আলো দেখানোর জন্য এবং পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় এক রসূল প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যারা ভাবে না বা প্রণিধান করে না এবং আলেম আখ্যায়িত হয়েও যারা অজ্ঞ আর খোদার প্রেরিতকে যারা অস্বীকার করে, এই কারণে তারা কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামের দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে। অতএব, এই সকল মুসলমানের এমন কর্ম আমাদেরকে যেন এ সম্পর্কে আরো বেশি ভাবতে এবং প্রণিধান করতে শিখায়, আমরা যেন শুধু বাহ্যিকতাকেই সবকিছু মনে না করি বরং ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রাণকে বুঝে সকল প্রকার পাপকে জাতিগত পাপে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই যেন দূর করতে পারি আর সকল প্রকার পুণ্যকে জাতিগত পুণ্যে রূপান্তরিত করে পুরো জামাতে যেন তা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সবসময় আমরা যেন এমন পরিবেশ উপহার দিতে পারি আর এই শিক্ষাকে যেন পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালন করতে পারি যার কল্যাণে পাপের বিস্তার ঘটার পরিবর্তে নেকী এবং পুণ্যের বিস্তার ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (13th February 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B